ঐতরেয়ব্রাহ্মণ

প্রাচীন মতে বেদের দুটি অংশ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ | আপস্তম্ভ শ্রৌতসূত্রে বলা হয়েছে - (1/34) | বেদের যে অংশে সাধারণভাবে দেবতাদের আবাহন, দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতিকীর্তন এবং সেই সঙ্গে দেবতাদের নিকটে প্রার্থনা করা হয়েছে তাই বেদের মন্ত্রভাগ | এই অংশ পদ্যে ও গদ্যে লিখিত | মন্ত্রসমষ্টিকে সংহিতা বলা হয় | সংহিতাশব্দের অর্থ 'সংগ্রহ' | রচনার বৈশিষ্ট্য হিসেবে সংহিতা চারটি - ঋক, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব | আর যে অংশে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে বিভিন্ন যজ্ঞে বিভিন্ন মন্ত্রের বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে, তাকে বলা হয় ব্রাহ্মণ | বেদের যে অংশ গদ্যে লিখিত | প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে পৃথক পৃথক এক বা একাধিক ব্রাহ্মণগ্রন্থ পাওয়া যায় |

সাধারণভাবে ব্রাহ্মণসাহিত্যকে সংহিতাপরবর্তী বলা হলেও সামগ্রিকভাবে বেদের মন্ত্রাংশের রচনা শেষ হওয়ার পরে যে ব্রাহ্মণ অংশের রচনা আরম্ভ হয়েছিল একথা সত্য নয় | সাহিত্যচতুষ্টয়ের মধ্যে ঋকমন্ত্রসমূহের রচনা সবচেয়ে পূর্ববর্তী একথা সকলে স্বীকার করেন | সুতরাং ব্রাহ্মণসমূহ নিঃসন্দেহে ঋগ্বেদের পরবর্তী | বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগ্রন্থের উদ্ভব | যজ্ঞের মহিমাকে প্রতিষ্ঠা করা, প্রাচীন ভারতীয় যাগপদ্ধতির খুঁটিনাটি বিবরণকে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা - এই উদ্দেশ্যে থেকেই বৈদিক সাহিত্যের এই বিশেষ ধারাটির উত্পত্তি হয়েছিল |

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ - 1. ঐতরেয়

2. কৌষীতকি বা সাংখ্যায়ন

সামবেদের ব্রাহ্মণ - তাণ্ড্যমহা বা পঞ্চবিংশ , ষডবিংশ , ছান্দোগ্য , জৈমিনীয় , তল্ব্বকার , সামবিধান , দেবতাধ্যায় , আর্ষেয় , বংশ

কৃষ্ণ যজুর্বেদ - কঠ , মৈত্রায়নী

শুক্ল যজুর্বেদ - শতপথ

অথর্ব - গোপথ